দৈনিক খবর

তারিখ 10 NOV 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

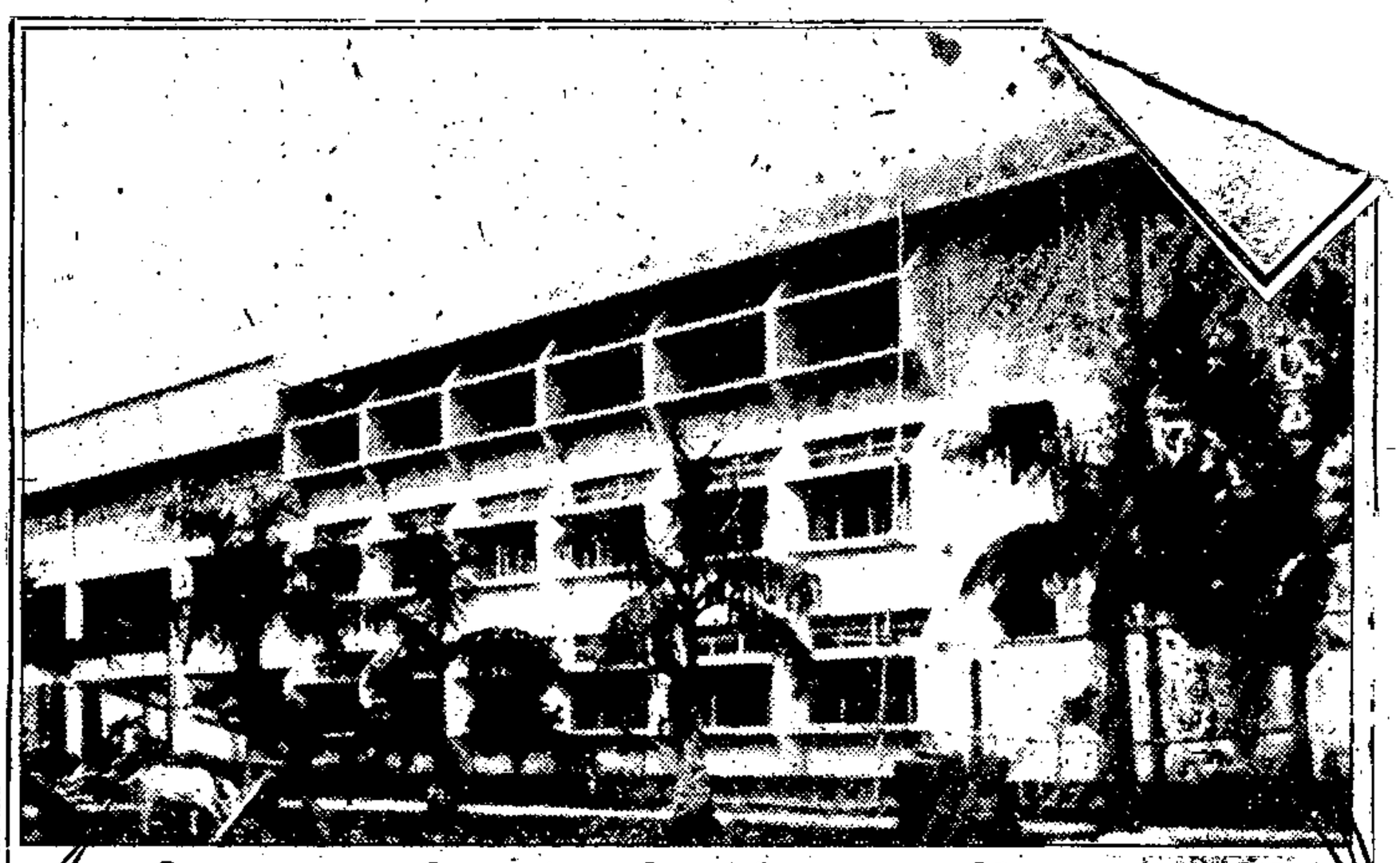

বেনাপোল সীমান্ত (যশোর) ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডের সুরম্য বিশাল অট্টালিকা যা পাহাড়সম দুর্নীতির বোঝা বয়ে চলেছে–ছবি ঃ জহির উদ্দিন তারা

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

স্বজনপ্রীতি দুর্নীতিসহ স্বেচ্ছাচারের করুণ কাহিনী যেখানে আবদ্ধ

● এনামুল হক ● বেনাপোল সীমান্ত (যশোর)।– দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ভুয়া ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা, জাল ভাউচার, দায়িত্বে অবহেলা, স্থানীয় চাঁদাবাজদের চাঁদা দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা জনাব আবু আইউব বাদী হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় ৫টি মামলা রুজু করেছেন। যার নম্বর যথাক্রমে ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ তারিখ৩–১১–৯৩।

প্রকাশ, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় কর্মচারীর দুর্নীতি সম্পর্কে স্থানীয় ও জাতীয় পত্র–পত্রিকায় বিস্তর লেখা–লেখি হয়েছে। তাদের সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনে সংশ্লিষ্ট দুর্বল কর্মচারী, শিক্ষক টেপুলেটারসহ ভুক্তভোগী অসংখ্য মানুষ নাজেহাল হয়েছে শিক্ষাবোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সহায়তায় প্রচুর পরিমাণ জাল সার্টিফিকেট বেচা–কেনা হয় হাজার হাজার টাকায়। ঝাড়ুদার থেকে কোটিপতি পিয়ন তাদের কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ইত্যাদি বেমানান ঘটনা দৃষ্টিতে পড়ে প্রতিনিয়ত কথিত আছে। থানার পুলিশের চাইতে শিক্ষাবোর্ডের কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণে আরও পারদর্শী। ঘুষ দিলে এক ঘন্টা না দিলে এক মাস এ ধরনের ঘটনা হাজারো রয়েছে। এ সব অনিয়ম–দুর্নীতির কারণে প্রথমত পাঁচটি মামলা হয়েছে। ১৯৯২ সালে ৩৯৫ জন ছাত্র–ছাত্রীকে নিবন্ধন ছাড়াই পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি প্রদানের অপরাধে জনাব মুস্তাফিজুর রহমান প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বর্তমান সচিব পিং মৃত আমিন উদ্দিন ও জনাব তবিবর রহমান–প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বর্তমান অধ্যক্ষ নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ পিং মৃত আছির উদ্দীন আহমদ–এর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নম্বর আইনের ৫(২) ধারায় কোতোয়ালী থানায় মামলা হয়েছে। যার নম্বর ৫ তারিখ ৩–১১–৯৩ ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক প্রতারণা, মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল ভাউচার–এর ১২ খানা ট্রাকের ভাড়া বেশী দেখিয়ে ৩৮ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নম্বর আইনের ৫ ধারায় জনাব তবিবুর রহমান ও স্টেনোগ্রাফার আমিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন ঐ একই থানায়, যার নম্বর –৬ তাং ৩/১১/৯৩ ১৯৯২ সালের মে ও জুন মাসে অফিসে উপস্থিত না থেকে রীতিমত বেতন ভাতা গ্রহণের অপরাধে মোঃ মিজানুর রহমান উচ্চমানসহকারী ও সভাপতি, যশোর শিক্ষা সংবাদ কর্মচারী সংঘ, যশোর শিক্ষা বোর্ড, পিং মৃত লুৎফর রহমান–এর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একই তারিখে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নং আইনে ৫ (২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যার নম্বর– ৭।

যশোর শিক্ষাবোর্ডের সাধারণ কর্মচারীদের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত উত্তরপত্র ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র খরিদ করে সঠিক মূল্যে বিক্রি না দেখিয়ে ৫৯ হাজার ৪৭৬ টাকা চল্লিশ পয়সা ক্ষতিসাধনের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। মোঃ মিজানুর রহমান পিং মৃত লুৎফর রহমান ও শেখ মোহাম্মদ আলী উচ্চ মান ও সাধারণ সম্পাদক, যশোর শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সংঘ, যশোর শিক্ষা বোর্ড–এর বিরুদ্ধে। যার নং – ৮ তাং ৩/১১/৯৩। এ ছাড়া শেখ মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালের ৩১শে অক্টোবর অথবা ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে ক্ষমতার অপব্যবহার ও মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা সাময়িক আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ দঃ বিঃ ৪০৯ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২ নং আইনের ৫ (২) ধারা মোতাবেক আরো একটা মামলা দায়ের হয়েছে কোতোয়ালী থানা যার নম্বর– ৯ তাং ৩/১১/৯৩ ইং।

অপরদিকে জানা গেছে, শিক্ষাবোর্ডের একটা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের দ্বারা সৃষ্ট দুর্নীতির তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ইতিপূর্বেকার কর্মচারী সংঘের পাহাড় সমান দুর্নীতি রয়েছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে। সচেতন জনগণ যশোর শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতির মূল উৎপাটিত হোক যশোর জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা জনাব আবু আইউব–এর প্রচেষ্টায় এই প্রত্যাশাসকলেরই।